দৈনিক সংবাদ

তারিখ 16 APR 1992

পৃঃ 8 কলাম 4

72

নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষা গ্রহণের সময়সূচী

নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষা গ্রহণের সময়সূচী পরিবর্তন করে বর্ণনামূলক পরীক্ষার পরে করার যে প্রস্তাব জনাব এম, কে সাহা দৈনিক সংবাদ-এ এই বিভাগে ৪ঠা এপ্রিল, ১৯৯২ তারিখ করেছেন তা ছাত্রদের জন্য অকল্যাণ-কর। কারণ যে কোন অভিজ্ঞ ব্যক্তিই (পরীক্ষক নন) স্বীকার করবেন, নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষার জন্য যে পরিমাণ শারীরিক ও মানসিক ফিটনেস দরকার তা দু' ঘন্টা বর্ণনামূলক পরীক্ষার পর থাকে না। তাই এতে পরীক্ষার্থীর ক্ষতি হবে।

তিনি বলেছেন, অধিকাংশ পরীক্ষার্থী ১০/১৫ মিনিটে টিক দেয়া শেষ করবে। ৬০ মিনিটের নির্ধারিত পরীক্ষা যদি কেউই ১৫ মিনিটেও শেষ করতে পারে তবে আর যাইই হোক ঐ পরীক্ষার সময় নির্ধারণে গলদ আছে। তবে '৯২ সালের পরীক্ষার প্রশ্নমালা টাস্কা ফোর্সের ৫০০ প্রশ্নের মধ্যেই সীমিত থাকলে হয়ত ১০/১৫ মিনিটে কেউ কেউ টিক দেয়া শেষ করবে; অন্যথায় এ ধারণা করা ঠিক হবে না।। যদি প্রশ্নমালা সত্যই টাস্ক ফোর্সের প্রকাশিত ৫০০ প্রশ্নের মধ্যেই সীমিত থাকে তা হলে পরীক্ষার সময় ১ ঘন্টার বদলে ৩০ মিনিট করা যেত যদি টাস্ক ফোর্সের প্রশ্নমালা ছাত্রদের উদ্দেশে করা হতো। কিন্তু তা হয়নি (এবং কর সংগতও নয়) আর তাই সময় কমানোর চিন্তাও ঠিক হবে না।

চিঠিটি পড়ে মনে হচ্ছে, ৪ সেট প্রশ্নপত্র থাকবে। জনাব সাহার মতে এই ৪ সেট প্রশ্নপত্র উপস্থিত ছাত্রদের মধ্যে বিতরণ ব্যবস্থাপনায় সময় বেশী দরকার। এ ধারণা ঠিক নয়। উদাহরণস্বরূপ ধরা যাক কোন কেন্দ্রের কক্ষ নং ৫-এ ৫০ জন পরীক্ষার্থী বসবে ও কে কোথায় বসবে তা হল সুপার জানেন। ঐচ্ছিক বিষয়সমূহের ছাত্র সংখ্যাও আগাম জানা তার পক্ষে কঠিন নয়। তিনি যদি পরীক্ষা শুরু হওয়ার আগেই কোন্ নিয়মে ৪ সেট প্রশ্নপত্র বিতরণ করবেন ঠিক করে নেন তাহলে সঠিক সংখ্যক সেট সংগ্রহ ও বিতরণ করলে আলাপ করেও পরীক্ষার্থীরা বিশেষ সুবিধা করতে পারবে না। প্রসংগত উল্লেখ্য, কোন পদ্ধতিই কক্ষে শৃংখলা আনতে পারে না যদি মৌলিক শর্তসমূহ পূরণ না হয়।

তাই বিকল্প ব্যবস্থা হিসেবে নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষার জন্য সর্বাধিক ১ ঘন্টা সময় নির্ধারণ করে নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর জমা দিয়ে বর্ণনামূলক পরীক্ষার খাতা ও প্রশ্নপত্র নেয়ার ব্যবস্থা করলে উদ্বৃত্ত বাড়তি সময়ের খাতিরে টিক দেয়া শেষ করে কেউ গল্প বা বিশৃংখলা সৃষ্টি করবে না। পক্ষান্তরে পুরো পরীক্ষার জন্য সবাই ৩ ঘন্টা সময়ই পাবে।

পরীক্ষা কর্তৃপক্ষ বিষয়টি বিবেচনা করবেন আশা করি।

বদরুল মান্নান,
জনৈক অভিভাবক,
১৪ গ্রীনওয়ে, মগবাজার, ঢাকা-১২১৭।